দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা ইউরোপে শ্রমিকের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। এই চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারের তরফ থেকেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, পাইপের মিস্ত্রী, কারিগর, ড্রাইভার, কোচোয়া, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর প্রভৃতি নানাধরণের কাজের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মিস্ত্রীদের আনানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেখা দেয়।

ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা তাদের পূর্ব অধিকৃত উপনিবেশগুলি থেকে শ্রমিক আনাতে থাকে। গ্রেট ব্রিটেনও তাদের পুরনো উপনিবেশ, বিশেষতঃ ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি যেসব দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে এবং যেখানে বসবাস ও কাজকর্ম কোনটার পরিস্থিতিই অনুকূল ছিল না, সেখান থেকে অনেক আংশিক পারদর্শী শ্রমিক আনিয়েছিল।

২. *পেশাদার ভারতীয়দের প্রথম প্রজন্মের পরিযান*

ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম দুই দশকে ভারতীয় সরকার শিল্প ও কৃষির ভিত্তিভূমির ব্যাপক উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার দ্রুত পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ বিশেষত USA ও USSR থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা পরিগ্রহণ করে ভারতের উপযুক্ততায় পরিগ্রহণ ও উন্নয়ন করতে। প্রযুক্তিগত ও বিজ্ঞানগত পেশাদারদের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা ছিল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ছাত্রদের অন্যান্য দেশে পরিযানের অনুমতি দেওয়া হতো, যাতে তারা স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর (doctoral) গবেষণা করে নতুন প্রযুক্তিগত ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে ও স্বাধীন ভারতের উন্নতিতে প্রয়োগ করতে পারে।

চিত্তকর্ষকজনক যে, এদের অধিকাংশ আর দেশে প্রত্যাবর্তন করেনি এবং যে যে রাষ্ট্রে তারা পরিযান (migrated) করেছিল সেখানেই স্থায়ী রূপে বসবাস শুরু করে। যারা পাশ্চাত্যে গমন করেছিল তাদেরকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি (scholarship) এবং গবেষণা-বৃত্তি (fellowship) দিয়ে সে দেশে বসবাস করতে উৎসাহ প্রদান করত।

3. *চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৃত্তিধারীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ায় পরিযান*

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্গত পেশাদারদের ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্যে গমন। অষ্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক এবং সেবিকার প্রবল চাহিদা ছিল। উভয়েই ফলপ্রদ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

এদের বহুলাংশ স্নাতকোত্তর গবেষণা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানগত গবেষণার অনুসন্ধানের অজুহাতে পরিযায়ী হয়েছিল। এই অধ্যায় 'Brain Drain' নামক কিঞ্চিৎ আন্দোলনকারী আলোচনার সাক্ষ্য হয়।

এই অধ্যায়ে যে সব ভারতীয়রা অষ্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয়ক্ষেত্রে পরিযান করেছিল তারা ছিল সর্বাধিক সফল বৃত্তিধারী। যদিও পরবর্তীকালে উভয় রাষ্ট্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, এই পর্যায়ে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ায় পরিযান করে তারা বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করে।

4. *ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ায় পরিযান*

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-অর্থনৈতিক-প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ভারতীয়দের USSR-এ পরিযানের বিন্যাস গড়ে তোলে। অধিকাংশ পরিযায়ী ভারতীয় USSR-এ স্বল্পকালীন পরিযান করেছিল, তাদেরকে স্থায়ীরূপ বাস করার অনুমতি দেওয়া হত না। যেমন, দেওয়া হত পাশ্চাত্যে দেশসমূহে তাদের পরিপূরক অংশকে।

কম্যুনিস্ট দল এবং তাদের অনুগামী ছাত্র, তরুণ এবং সাংস্কৃতিক শাখা USSR থেকে আদর্শগত সহযোগিতায় এবং অবারিত ভ্রমণের দরুণ উপকৃত হয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল পর্যন্ত উভয় দেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে রাশিয়ান ভারতীয়র একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম দেয়। অধিকাংশ রাশিয়ান ভারতীয় USSR-এ তাদেব প্রশিক্ষণ এবং যাত্রা (Sojourn) শেষ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করত।

আফ্রিকায় পরিযান : একটি তথ্য

কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়ার মত পূর্ব আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভারতীয়রা তাকে সমর্থন জানায়। এই ভারতীয়রা অধিকাংশ গুজরাট থেকে রেল পরিবহন এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিতে নিয়োজিত চুক্তিবদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিকদের উত্তরসূরি।

কয়েক শতাব্দী আফ্রিকায় বাস করা ও কয়েক প্রজন্মের জন্ম ও মৃত্যুর পরেও যারা তাঙ্গানায়িকা অঞ্চলে বসবাস করেছিল, তাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার দরুণ নিদারুণ-সামাজিক, আইনগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল।

যদিও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থন করা ভারতীয়দের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, এমন নজিরও আছে যে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশ থেকে কম্যুনিস্টরা আফ্রিকান প্রতিরোধে নেতৃত্বদানের জন্য আফ্রিকা গেছে।

Scanned with CamScanner

সমকালীন ভারতীয় ডায়াস্পোরার সংগঠন (১৯৭৫–বর্তমান সময়) :

বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে সমকালীন ভারতীয় পরিযানের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিশিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন ঃ

(১) উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় অকস্মাৎ সমৃদ্ধি।
(২) তথ্যপ্রযুক্তি বাণিজ্যে প্রসারণ।
(৩) ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, শিক্ষা এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে উদারীকরণ।

ক. উপসাগরীয় পরিযান্ :

১৯৭০-এর প্রথমদিকে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসার সমৃদ্ধিরজন্য বিশ্বের শ্রমিক বাজারে বিস্ফোরণ ঘটে। পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোলিয়ম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপক নিয়োজন গড়ে তোলে।

Iraq, Iran, Yemen এবং GCC রাষ্ট্রগুলিতে (যেমন Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman-এর Sultanate এবং United Arab Emirates) বৃহদায়তনে দক্ষ, অর্দ্ধ-দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক ও এক দল পেশাদারকে নিয়োগ করা শুরু হয়েছিল নগর ও উন্নয়নশীল পেট্রোলিয়াম অর্থনীতির পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পরিযানের বিন্যাস অনুযায়ী যখন পশ্চিমের দেশগুলির অর্থনীতির প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় পদমর্যাদা পাশ্চাত্যের পরিযায়ী বৃত্তিধারীরা অধিকার করে নেয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম সমূহ বিশ্বের অন্যান্য অংশ, মূলত দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া, ঈজিপ্ট, সুদান, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং সাইরিয়া থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যায়।

ব্যতিক্রম কেবল ইরাক এবং ইরান, যেখানে সর্বোচ্চ পদগুলি আঞ্চলিকভাবে পশ্চিম এশিয়ার অবশিষ্টাঞ্চলের শিক্ষিত পেশাদারদের আয়ত্বাধীন ছিল। এমনকি অশ্বেতাঙ্গ নিযুক্তি ক্ষেত্রে অধিকাংশ অদক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ কর্মসংস্থান দক্ষিণ-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

১৯৮০ দশকের শেষের দিকে GCC রাষ্ট্রগুলিতে মোট পরিযায়ী জনসংখ্যার প্রায় 80% ছিল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক, যা রীতিমত আরব জনজাতির জনসংখ্যা থেকে অধিক ছিল।

২০০৩-এ বৈদেশিক মন্ত্রক থেকে ভারতীয় ডায়াস্পোরা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জ্ঞাত হয়, প্রায় ছয় মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিক এই ছয়টি

GCC রাষ্ট্রগুলিতে কর্মরত ব্যাবসারত। এই পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০% দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্য থেকে আগত। GCC রাষ্ট্রগুলির পরিযায়ীদের মধ্যে প্রায় ৭০% দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিক।

সাড়ে তিন দশক পরে শ্রমিক সরবরাহ ব্যবসায়ে কেরল রাজ্য দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে।

খ. দক্ষিণ পূর্ব এশীয় পরিযান :

বিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালীন দশকের তুলনায় দঃ পূর্ব-এশিয়ায় সমকালীন পরিযান লক্ষ্যনীয়ভাবে ক্রমহ্রাসমান।

যদিও ভারতীয়রা এখনও মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের মত রাষ্ট্রে বৈধ বা অবৈধভাবে পরিযান করে চলেছে, তাদের সংখ্যা কঠিন অভিবাসন আইনের দরুণ এবং পূর্বতন ভারতীয় পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর নতুন পরিযায়ীদের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শনের দরুণ। সাম্প্রতিক কালে কমে এসেছে,

যে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী ঐ সব রাষ্ট্রে পরিযান করে তারা মূলতঃ তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং অধ্যয়ন বিষয়ক বৃত্তিধারী।

গ. উত্তর আমেরিকায় পরিযান :

বর্তমানে ভারতীয়রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় সর্বাধিক তাৎপর্যময় জাতির জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। অধিকাংশ পরিযায়ী বৃত্তিধারী তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও অন্যান্য পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। H1B ভিসার বৃহদাংশ বিলি করা হয় মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের মতো পরিযায়ী জনসংখ্যাকে। এই পরিযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির বৃত্তিধারীদের একটি একটি লক্ষ্মণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে নতুন প্রজন্মের পুরুষ এবং মহিলারা ফিরে ভারতীয় শহরে বিনিয়োগ করে, যা তাদের পূর্বসুরীরা কখনো করেনি। তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদারদের পরিযানের যে সাংস্কৃতিক অভিঘাত হয় তা পরিলক্ষিত হয় হিন্দী ছায়াছবির প্রসারণে, গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শহরের শহরতলির উত্থানে এবং ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নির্বিবাদে আত্মীকরণে।

ঘ. অস্ট্রেলিয়ায় পরিমাণ :

ইদানীংকালে ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পরিযায়ী ছাত্র, বৃত্তিধারী এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা রীতিমত ক্রমবর্দ্ধমান।

Scanned with CamScanner

১৯৮০ খৃঃ থেকে অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় অর্থবান ছাত্র আকর্ষণের জন্য ভিসার নিয়মাবলী উদার করার দরুণ বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র অস্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য পাড়ি দিয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার, স্বাস্থ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তি পরিষেবার পেশাদাররা সর্বাধিক অস্ট্রেলিয়ায় পরিদৃশ্যমান হয়। উদ্ভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়রা অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে লোকসংখ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হিসেবেও পরিগণিত হয়।

ঙ. ইউরোপে পরিযান :

সমকালীন অধ্যায়ে ইউরোপে ভারতীয় পরিযান ঘটে মূলত পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ যেমন উগান্ডা, জিম্বাবোয়ে, হং-কং এবং সিঙ্গাপুর থেকে, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় পরিযান সৃষ্টি হয় ছাত্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রযুক্তিগত বৃত্তিধারীদের দ্বারা।

চ. আফ্রিকায় পরিযান :

লিবিয়া, বোতসওয়ানা, কেনিয়ার মত রাষ্ট্রসমূহ ভারতীয়দের সর্ববৃহৎ নিয়োগকারী, মূলতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে। বিংশ শতকে যা পরিযান হতো, বর্তমানে তা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত।

এখন পর্যন্ত ভারতীয় ডায়াস্পোরার প্রকৃত পশ্চাদপট স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগের মানসিক ক্ষত, প্রগাঢ় মর্মবেদনা, শোষণ, হিংসা এবং দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ডায়াস্পোরার ধারাবাহিকতা বর্তমান রয়েছে।

Scanned with CamScanner